তারিখ ...10 JUL 2016...
পৃষ্ঠা ১-১৬ কলাম ৫

সংবাদ

গণভবনে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময়কালে প্রধানমন্ত্রী

নিখোঁজ সন্তান ও ছাত্রদের সম্পর্কে পুলিশকে জানাতে অভিভাবক-শিক্ষকদের পরামর্শ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া নিখোঁজ ছেলেদের সম্পর্কে পুলিশকে জানাতে অভিভাবকদের প্রতি এবং দীর্ঘদিন অনুপস্থিত ছাত্রদের সম্পর্কে জানাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে অভিভাবকরা চাইলে তাদের পরিচয় গোপন রাখা হবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। গত বৃহস্পতিবার গণভবনে সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় ও গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে আলাপকালে প্রধানমন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমি অভিভাবকদের তাদের নিখোঁজ সন্তানদের বাড়িতে ফিরিয়ে নিতে পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। তাদের খুঁজে বের করতে এবং প্রয়োজনে তাদের চিকিৎসা দিতে সর্বাত্মক সহযোগিতা দেয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই, বাংলাদেশ সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদের স্থান হতে পারে না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি গুলশানের সন্ত্রাসী হামলার কথা উল্লেখ করে বলেন, তারা ধর্মের নামে এ ধরনের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড চালিয়ে পবিত্র ধর্ম ইসলামকে কলুষিত করছে। মসজিদে নববীতে আত্মঘাতী বোমা হামলা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নামাজের সময় নামাজ না পড়ে বোম হামলা চালিয়ে মানুষ হত্যা করে- তারা কোন ধরনের ইসলামিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আসলে তারা ইসলামের শত্রু। শেখ হাসিনা বলেন, ধর্মান্ধরা শরিয়া আইন বাস্তবায়নের দাবি এবং মানুষের তৈরি আইনের বিরোধিতা করেন। তিনি প্রশ্ন রাখেন- তাহলে কেনো তারা তাদের লক্ষ্য অর্জনে মানুষের তৈরি অস্ত্র, বোমা, প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। ইসলামকে শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্বের প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইসলাম কোন নিরীহ মানুষকে হত্যা বরদাশত্ করে না- এমনকি অন্য ধর্মের অনুসারীদেরও।

নিখোঁজদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে প্রতিটি গ্রাম ও ওয়ার্ডে কমিটি গঠনের আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার এ ব্যাপারে সর্বাত্মক সহযোগিতা দেবে। সন্ত্রাসবাদকে বৈশ্বিক সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ সমস্যা মোকাবিলায় গণভবনে : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৫

গণভবনে : ঈদ

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে দায়িত্ব কাঁধে নিতে হবে এবং এক সঙ্গে কাজ করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিছু স্থানীয় এবং বিদেশি মানবাধিকার সংস্থার সমালোচনা করে বলেন, তারা গত কয়েক বছর কিছু যুবকের নিখোঁজের ব্যাপারে কেবলমাত্র সরকারকে দোষারোপ করেই আসছে। নিখোঁজদের সম্পর্কে সরকারকে সঠিক কোন তথ্য না দিয়ে শুধুমাত্র সরকারের ওপর দোষ চাপাচ্ছে।

তারা যদি সঠিক তথ্য দিলে সরকার নিখোঁজদের উদ্ধারে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে পারতো।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অথচ একটি অশুভ শক্তি দেশের সকল সাফল্য ব্যর্থ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তিনি দেশবাসীকে এ ধরনের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সজাগ থাকতে এবং তার সরকারের প্রতি আস্থা রাখার আহ্বান জানান।

ঈদের দিন সকাল সাড়ে ৯টায় গণভবনের প্রবেশপথ খুলে দেয়া হয়। ঈদের নামাজের পর সর্বস্তরের জনগণ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সারিবদ্ধভাবে গণভবনে প্রবেশ করে। এ উপলক্ষে গণভবনের বিশাল আঙ্গিনা বর্ণাঢ্য সাজে সজ্জিত করা হয়। শুরুতেই আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ নেতারা এবং মন্ত্রিসভার সদস্যরা ফুলের তোড়া উপহার দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানান। এরপর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, মুক্তিযোদ্ধা, আওয়ামী লীগ সহযোগী সংগঠনের নেতা, বিভিন্ন পেশাজীবী ও ব্যবসায়ী সংগঠন এবং ভিক্ষুক ও দুস্থ জনগণ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

আওয়ামী লীগ উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য আমির হোসেন আমু, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম ও অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম ও মশিউর রহমান, যুগ্ম-সম্পাদক মাহবুব-উল আলম হানিফ, ডা. দীপু মনি ও জাহাঙ্গীর কবির নানক, তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, কেন্দ্রীয় নেতা ফারুক খান, ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সভাপতি একেএম রহমতুল্লাহ প্রমুখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পরে প্রধানমন্ত্রী সুপ্রিম কোর্টের বিচারক, পদস্থ বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তা, বন্ধুপ্রতিম বিভিন্ন দেশের দূতদের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

শেখ হাসিনাকে মোদির ঈদ শুভেচ্ছা

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বুধবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে টেলিফোনে ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহ্সানুল করিম বাসসকে এ তথ্য জানান। প্রেস সচিব বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি টেলিফোনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন এবং প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশের জনগণকে ঈদের শুভেচ্ছা জানান এবং তাদের মঙ্গল কামনা করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও সে দেশের জনগণকে ঈদের শুভেচ্ছা জানান এবং তাদের মঙ্গল কামনা করেন।

মুক্তিযোদ্ধাদের উপহারসহ প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুসলমানদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ফুল, ফল এবং মিষ্টি পাঠিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাজধানীর মোহাম্মদপুরের গজনবি রোড়ে মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার-১-এ বসবাসকারী যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শুভেচ্ছার নির্দশন স্বরূপ প্রধানমন্ত্রী এসব উপহার পাঠান। প্রধানমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব (এপিএস)-১ জাহাঙ্গীর আলম, এপিএস-২ সাইফুজ্জামান শেখর এবং প্রটোকল অফিসার খুরশীদ উল আলম যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে এ সকল সামগ্রী পৌঁছে দেন। মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, ঈদ এবং পহেলা বৈশাখসহ প্রতিটি অনুষ্ঠানে তাদের স্মরণ করায় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রায় ৮০টি পরিবার এই ভবনে বসবাস করছে।

গুলশানে হতাহত পুলিশ সদস্যদের প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে গুলশানের সন্ত্রাসী হামলায় নিহত দুই পুলিশ সদস্যের পরিবারকে এবং ওই ঘটনায় আহত ২৬ পুলিশ সদস্যকে ঈদ উপহার হিসেবে ৩২ লাখ টাকা দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তার সামরিক সচিব মেজর জেনারেল মিয়া মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন নিহত দুই পুলিশ কর্মকর্তার পরিবার এবং আহত পুলিশ সদস্যের কাছে ঈদের উপহার তুলে দেন। বৃহস্পতিবার ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ০১ জুলাই রাজধানীর গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারি রেস্টুরেন্টে হামলার ঘটনায় নিহত দুই পুলিশ কর্মকর্তার পরিবারকে তিন লাখ টাকা করে এবং আহত ২৬ পুলিশ সদস্যের প্রত্যেককে একলাখ টাকা করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।